ইসলাম শিক্ষা

ঈমান, আদাব ও তারবিয়াহ, ফিকহ, আয়াত ও হাদিস, ইসলামী ইতিহাস

প্লে/নার্সারি

সংকলক
এস. এম. নাহিদ হাসান

সম্পাদক
মাওলানা মুঈনুল ইসলাম

Al Quraner Vasha Institute
Block DHA, Mirpur 12, Dhaka
www.alquranervasha.com
+8801712529298

এক নজরে ইসলাম শিক্ষা বইয়ের বিষয় সমূহ

১. ঈমান
২. আদাব ও মাসনূন দু'আ
৩. ফিকহ
৪. হিফজুল কুরআন
৫. হিফজুল হাদিস
৬. ইসলামী ইতিহাস

সূচিপত্র

১. ঈমান 6
১.১- ঈমান 7
১.২- আল্লাহ 8
১.৩- ফেরেশতা 9
১.৪- কিতাব 10
১.৫- নাবী ও রাসূল 11
১.৬- দ্বীন বা ধর্মের পরিচয় 12
২. আদাব ও মাসনূন দু'আ 14
২.১- কথা বলার আদাব সমূহ 15
২.২- খাবারের শুরু ও শেষের দু'আ 16
২.৩- টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ 17
২.৪- ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের দু'আ 18
২.৫- বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনূন দু'আ 19
৩. ফিকহ 20
৩.১- অজু করার পদ্ধতি 21
৩.২- সালাত (নামাজ) এর অবস্থান 23
৩.৩- সালাতের (নামাজের) তাসবীহ ও দু'আ 26
৩.৪- ছানা, তাশাহুদ, দরূদ শরীফ, দু'আ মাসূরা ও কুনূত 27
৪. হিফজুল কুরআন 28
৪.১- হিফজুল কুরআন 29
৪.২- কুরআনুল কারীমের উপদেশ 30
৫. হিফজুল হাদিস 34
৬. ইসলামী ইতিহাস 38
৬.১- মক্কা, মদীনা 39
৬.২- সুলাইমান (আ.) এবং পিপড়াদের গল্প 40
৬.৩- তিন লোভী ভাইয়ের গল্প 42
৬.৪- ধনকুবের ক্রন্দন 44

১. ঈমান

১.১- ঈমান

১. প্রশ্ন: ঈমান শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: ঈমান শব্দের অর্থ: বিশ্বাস করা।

২. প্রশ্ন: ঈমানের ভিত্তিসমূহ কয়টি?

উত্তর: ঈমানের ভিত্তিসমূহ ৬টি।

৩. প্রশ্ন: ঈমানের ভিত্তিগুলো কি কি?

উত্তর: ১. আল্লাহকে একক মা'বূদ হিসেবে বিশ্বাস করা।

২. আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করা।

৩. সমস্ত আসমানী কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করা।

৪. সকল নবী ও রাসূলগণকে বিশ্বাস করা।

৫. আখিরাত বা পরকালে বিশ্বাস করা।

৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস করা।

১.৪- কিতাব

১. প্রশ্ন: আসমানী কিতাব কাকে বলে?

উত্তর: আল্লাহ নবীদেরকে যে কিতাব দান করেছেন তাকেই আসমানী কিতাব বলে।

২. প্রশ্ন: আসমানী কিতাবগুলোতে কী আছে?

উত্তর: আল্লাহর বাণী আছে।

৩. প্রশ্ন: আল্লাহ কুরআন কোন নবীর ওপর নাযিল করেছেন?

উত্তর: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর।

৪. প্রশ্ন: প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ৪ টি। তাওরাত, যাবূর, ইনজীল, কুরআন।

১.৬- দ্বীন বা ধর্মের পরিচয়

১. প্রশ্ন: তুমি কে?

উত্তর: আমি মুসলিম।

২. প্রশ্ন: তোমার ধর্ম কি?

উত্তর: ইসলাম।

৩. প্রশ্ন: আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম কোনটি?

উত্তর: ইসলাম।

৪. প্রশ্ন: দ্বীনের স্তর কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ৩টি। ইসলাম, ঈমান, ইসসান।

৫. প্রশ্ন: ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ৫টি। কালিমা, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত।

২. আদাব ও মাসনূন দু'আ

২.১- কথা বলার আদাব সমূহ

১. সালাম দিয়ে কথা বলা শুরু করা।

সালাম: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

সালামের উত্তর: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

২. সর্বদা সত্য কথা বলা, মিথ্যা কথা না বলা।

৩. কাউকে গালি না দেওয়া এবং কাউকে ব্যঙ্গ না করা।

৪. স্পষ্টভাবে কথা বলা। অনর্থক কথা না বলা।

৫. অযথা তর্কে লিপ্ত না হওয়া।

২.২- খাবারের শুরু ও শেষের দু'আ

১. খাবারের শুরুতে বলা: بِسْمِ الله

২. খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে বলা:

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

৩. দুধ পান করালে বলা:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

৪. খাবারের শেষে বলা:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ

৩. ফিকহ

প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। যেমন:

১। ফজর

২। যোহর

৩। আসর

৪। মাগরিব

৫। ঈশা

৩.৩- সালাতের (নামাজের) তাসবীহ ও দু'আ

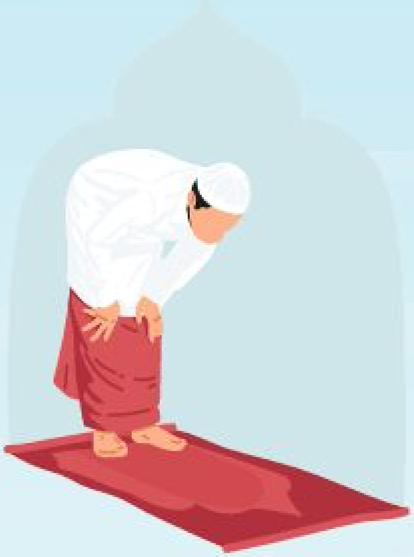

১। তাকবীর তাহরিমাহ - اللهُ أَكْبَرُ

২। রুকুর তাসবীহ - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

৩। রুকু থেকে উঠার তাসবীহ - سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

৪। রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলব - رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

৫। সাজদার তাসবীহ - سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

৪. হিফজুল কুরআন

৪.১- হিফজুল কুরআন

[سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (٦

[سُوْرَةُ النَّاسِ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦

[سُوْرَةُ الْفَلَقِ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ
شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥

[سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ (٤

٣- قُولُوا قَوۡلًا سَدِيۡدًا

তোমরা (সর্বদা) সঠিক কথা বলো।

٤- وَآتِ ذَا الۡقُرۡبَى حَقَّهُ

আর আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করো।

٥- لَعۡنَةُ اللهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ

অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

৫. হিফজুল হাদিস

١- قَالَ الرَّسُوْلُ ﷺ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

٢- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

রাসূল ﷺ বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের অংশ।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ

٣- قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ

রাসূল ﷺ বলেছেন: দু'আ করা একটি ইবাদাত।

৬. ইসলামী ইতিহাস

৬.৩- তিন লোভী ভাইয়ের গল্প

সূরাহ আল কলামে বর্ণনা করা হয়েছে, অনেক আগে তিনজন ভাই ছিল। তাদের ছিল বিশাল এক বাগান। সেই বাগানটা সবুজ শ্যামল বৃক্ষ, সুস্বাদু ফল, তরতাজা সবজি এরকম আরো অনেক কিছু দিয়ে ভরপুর ছিল।

একদিন তারা তিনজন একসাথে বসে কথা বলছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল বাগানের সমস্ত ফল তারা নিজেরাই খাবে, কোন গরীব মানুষকে কিছুই দিবে না।

পরেরদিন তিন ভাই বাগানে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! বাগানের অবস্থা দেখে ভাইদের শোকে দুঃখে পাগল হওয়ার উপক্রম হল। এত সমৃদ্ধ বাগান তাদের রাতারাতি রুক্ষ, শুষ্ক আর পুড়ে কালো হয়ে গেছে!

৬.৪- ধনকুবের ক্রন্দন

আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস সালামের সময় এক কাফির চরম অত্যাচারী লোক বাস করত। সে ছিল খুব ধনাঢ্য। তার এত বিপুল ধন সম্পদ ছিল যে তার সিন্দুকের চাবিগুলো বহন করতে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হত।

সে তার সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে অহংকার করে বেড়াত। মানুষকে বলে বেড়াত এই সম্পদের পাহাড় সে নিজের যোগ্যতায় উপার্জন করেছে। সে আল্লাহকে বিশ্বাস করত না, আল্লাহর দেওয়া এই অঢেল নিয়ামতকে সে অস্বীকার করত।

অনেক লোক তাকে সদুপদেশ দিত, আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ তার মত সম্পদশালী হতে চাইত।

যখন ক্বরূন কুফরির সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে অবর্ণনীয় শাস্তি দিলেন, তার সমস্ত সম্পদের সাথে তাকে যমীনে ধসিয়ে দিলেন, এমন ভয়াবহ শাস্তি দিলেন যে, এই চরম শাস্তি থেকে তাকে বাঁচানোর মত কেউ ছিলনা। এটা ছিল যারা তার মত হতে চায় তাদের জন্য একটা শিক্ষা।

এই গল্প থেকে আমরা যা শিখলাম-

১। আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করা।

২। সম্পদ হতে হবে ভাল কাজ করার মাধ্যম এবং গরীবদেরকে সাহায্য করার মাধ্যম।

৩। কখনও কোন কাফিরের মত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা যাবেনা সে যত সম্পদশালীই হোক না কেন।

উৎসঃ- সূরাহ আল ক্বসাস ৭৬-৮৩

(বি. দ্র.) উস্তায/উস্তাযাগণ শিক্ষার্থীদেরকে গল্পগুলো পড়ে শোনাবেন এবং গল্পের শিক্ষাটা শেখাবেন।